দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 16 FEB 2005 ... পৃষ্ঠা ... ২৬ ... কলাম ... ২

বিজ্ঞান গ্রন্থ বর্ষ

বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রকাশনায় দৈন্যদশা

আমাদের প্রজন্ম একবিংশ শতাব্দীতে পদচারণা করছে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় উনবিংশ এবং বিংশ শতকের অর্জনগুলোর সিঁড়ি বেয়ে সমগ্র অর্জনগুলো বিভাকে ম্লান করে দিয়ে আজকের বিশ্ব প্রজন্ম ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে প্রবেশ করেছে। সেই সুপার হাইওয়ের মহাতরঙ্গে আমাদের মত দেশের জাতীয় সংস্কৃতি ও চিরায়ত মূল্যবোধগুলো উল্টোস্রোতের তোড়ে ভেসে যেতে বসেছে। তারপরও আমরা বলবো বিজ্ঞানের কল্যাণে বিশ্বের বিপুল তথ্যভাণ্ডার ও যোগাযোগের বিস্ময়কর শক্তি এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। আর এই বিস্ময়কর তথ্য প্রযুক্তি পাশ্চাত্যের আবিষ্কার এবং তাদেরই ছড়িয়ে দেয়া এক বিস্ময় তথ্যজাল। নিত্য ব্যবহার্য অন্য অনেক প্রযুক্তির মত এটিও পাশ্চাত্যের ব্যবহার্য অন্য অনেক প্রযুক্তির মত এটিও পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ধার করা প্রযুক্তি, যা তাদেরই পরিকল্পনা অনুসারে তথাকথিত 'বিশ্বায়ন' কে বাস্তবায়িত করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যাতে তৃতীয় বিশ্বের শত শত কোটি মানুষকে পাশ্চাত্য বিশ্বের সাংস্কৃতিক দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে দেয়া সহজতর হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হলে আমাদেরকে বিজ্ঞানের ব্যাপকভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত শিক্ষার প্রতি অনেক বেশী মনোযোগী হতে হবে। অন্য কোন পন্থায়ই প্রযুক্তির আধিপত্য ও আগ্রাসনকে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। অন্যের প্রযুক্তি ধার করে বা চুরি করে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করা অসম্ভব। আমাদের পরিবেশ প্রকৃতি আমাদের লোকজ সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ প্রযুক্তি আমাদেরকেই আবিষ্কার করতে হবে। এ কথা আমাদের কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি গণমাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি প্রবাহের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আর এই লক্ষ্যেই আমাদের শিক্ষাঙ্গণগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত।

বর্তমান সরকার ২০০৫ সালকে বিজ্ঞান গ্রন্থবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এখন ঢাকায় দেশের বৃহত্তম বাৎসরিক গ্রন্থমেলা একুশে বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে। ইনকিলাব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পাতার পক্ষ থেকে আমরা বইমেলায় গিয়েছিলাম বিজ্ঞান গ্রন্থবর্ষের এই বিশাল আয়োজনে সাম্প্রতিক বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশনার হাল-হকিকত সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে। অভিজ্ঞতা খুবই হতাশাজনক। চার শতাধিক বইয়ের স্টল দিয়ে সাজানো গ্রন্থমেলায় এ বছর চারটি উল্লেখ করার মত বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়নি। বড় বড় প্রকাশকদের কাছে বিজ্ঞানের গ্রন্থ চাইতে গিয়ে কতকগুলো সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর গ্রন্থের প্রচ্ছদ দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে মাত্র। বেশীর ভাগ বুক স্টলের বিক্রেতা বিজ্ঞানের গ্রন্থ বলতে সায়েন্স ফিকশনকেই বুঝে থাকে। তবে কিছু কিছু প্রকাশনা সংস্থা কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজ ও ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন যা কম্পিউটার ব্যবহারকারীও শিক্ষার্থীরা কিনছেন। বাংলা অথবা ইংরেজীতে আমাদের অগ্রসর পাঠকের বিজ্ঞান গ্রন্থ যেমন খুবই নগন্য তেমনি শিশুদের উপযোগী প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষামূলক গ্রন্থের সংখ্যাও অপ্রতুল, যেহেতু এ বছরটিকে বিজ্ঞানগ্রন্থ বর্ষ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সে অর্থে পাঠকরা আশা করতে পারেন দেশের বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রগুলো এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিজ্ঞান অনুষদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর যা জনপ্রিয় বিজ্ঞান হিসাবে পরিগণিত সে সব গ্রন্থগুলো বাড়তি আড়ম্বরে দর্শক পাঠকদের নজর কাড়বে। আসতে তেমন কোন লক্ষণ নেই মেলায় দেখা যায়নি। গত বছর ছিল শিশুতোষ সাহিত্য গ্রন্থবর্ষ। এ বছরের মেলায় শিশুদের জন্য বিশেষায়িত স্টলগুলোতে শিশুপাঠ্য বইয়ের সংখ্যাও প্রচুর। কিন্তু এসব বইয়ের মধ্যে ভূত-প্রেত, রাক্ষস-খোক্কস, কল্প-কাহিনীভিত্তিক বইয়ের ছড়াছড়ি হলেও শিশুদের উপযোগী মননশীল সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক কিছু স্টল দেখা গেলেও শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ দিয়ে সাজানো এমন একটি স্টলও আমাদের চোখে পড়েনি।

বাংলা একাডেমী জাতির মননশীলতার প্রতীক আর দেশের বৃহত্তম প্রকাশনা শিল্প তথা গ্রন্থমেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে টিকে এরূপ অগ্রাহ্য করার ভেতর দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনগ্রসরতা, পরনির্ভরশীলতা ও সংস্কৃতি আগ্রাসনের কার্যকারণটি প্রকটভাবে ধরা পড়ে। দুই-দেড় দশক আগেও এদেশে বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান প্রকাশনার হাল-এর চেয়ে আশাব্যঞ্জক ছিল বলে অনেকে মন্তব্য করেন। তখনো বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে বিজ্ঞান লেখক সম্মেলন বেশ জাঁক-জমকের সাথেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেসব সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধগুলো বাংলা একাডেমী গ্রন্থাকারে বের করেছে যা দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলোকে চিহ্নিত করতে সক্ষম। সচেতন পাঠক সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয়ভাবে বইয়ের পাতায় দেখতে চায়, এবং অবশ্যই আমাদের বাস্তবতায় ও প্রয়োজনের নিরীখে। আমাদের বিজ্ঞান লেখকদের সে দিকে আরো মনোযোগি হওয়ার পাশাপাশি বড় বড় প্রকাশকদের এ ব্যাপারে আরো বেশী সচেতনভাবে এগিয়ে আসা দরকার।

আমরা যতই আমাদের এই সময়কে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ বলে ঘোষণা করছি অথবা মেনে নিচ্ছি ততই দেখছি আমাদের আগামী প্রজন্ম বিজ্ঞান শিক্ষার অঙ্গন থেকে ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে অল্পকিছু সংখ্যক নামী-দামী স্কুল কলেজের কথা বাদ দিলে দেশের বেশীরভাগ স্কুল-কলেজে বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান গবেষণাগারগুলোর অবস্থা খুবই করুণ, বিবর্ণ ধুলোমলিন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে মূলধারার বিজ্ঞান শিক্ষার এই হাল কেন? এই কেন'র উত্তর বের করা মোটেও কঠিন কাজ নয়। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি কিশোর তরুণদের আগ্রহী করে তোলতে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষা তথা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবানুগ কর্মমুখী ও আনন্দময় করে প্রণয়ন ও পরিবেশন করা। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে স্মরণ করা যেতে পারে ১৯৮৫ সালে ঢাকায় বাংলা একাডেমী ও বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম বিজ্ঞান লেখক সম্মেলনে বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রকাশনার উন্নয়নকল্পে দেশ বরেণ্য বিজ্ঞান লেখকদের মাধ্যমে যেসব প্রস্তাব ও সুপারিশমালা গৃহীত হয়েছিল তার কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল। না হলে কেন হয়নি। আজ দুই দশক পর বিজ্ঞান গ্রন্থ বর্ষে বিষয়টি তলিয়ে দেখার সময় বোধ হয় এসেছে। যেসব সুপারিশমালা এবং পরবর্তীতে গৃহীত প্রস্তাবসমূহকে সামনে রেখে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবী। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা থেকে আগামী প্রজন্মকে বঞ্চিত রেখে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি আশা করা যায় না। এই দায়িত্ব সরকারী নীতিনির্ধারকদের যেমন রয়েছে তেমনি বিজ্ঞান লেখক ও প্রকাশকরাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসবেন এই বিশ্বাস দেশের সচেতন মহলের।

❑ জামালউদ্দিন বারী